অধ্যায়
৮

সম্প্রসারণ পরিকল্পনা প্রণয়ন

সম্প্রসারণ পরিকল্পনা প্রণয়ন

৮.১ পরিকল্পনা কী এবং কেন?

পরিকল্পনা হল- নির্দিষ্ট কোন লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্ত নির্ধারিত সময় পরিসীমার মধ্যে পূর্ব সংকল্পিত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের অগ্রাধিকার প্রণয়ন প্রক্রিয়া। পরিকল্পনা প্রণয়নের ভিত্তি তথ্যচাহিদা নিরূপণ। তথ্যচাহিদার ভিত্তিতে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির করে তা অর্জনে গৃহিত কর্মকাণ্ড অগ্রাধিকার ও পরিকল্পিতভাবে আগাম গুছিয়ে নেয়াই পরিকল্পনার মূল কথা। কোন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য প্রয়োজন হল একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা।পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে। পরিকল্পনা সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় সহায়ক। পরিকল্পনা ব্যয় সাশ্রয় করে।

পরিকল্পনাকে একটি মানচিত্রের সঙ্গে তুলনা করা যায়। পরিকল্পনা বলে দেয়- কখন কাজটি শুরু করতে হবে, কখন কাজটি সম্পন্ন হবে, কোন কাজ কখন কে করবেন ইত্যাদি। পরিকল্পনায় কিছু শর্তাদিও আরোপ করা হয়ে থাকে। ফলে নির্দিষ্ট সময় পরিসীমার মধ্যে সুষ্ঠু ও সুশৃংখলভাবে জবাবদিহি নিশ্চিত করে সফলতার সঙ্গে নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হয়।

- কার্যকাল বিবেচনায় পরিকল্পনা তিন ধরনের হতে পারে: যেমন-
  - স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা: মেয়াদকাল সাধারণত ১ বছর বা কম
  - মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা: মেয়াদকাল সাধারণত ২ হতে ৩ বছর (কখনও কখনও ৫ বছর)
  - দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা: মেয়াদকাল সাধারণত ৫ বছরের উর্ধ্বে।

ডিএই-তে সাধারণত স্বল্প মেয়াদি ও মধ্য মেয়াদি পরিকল্পনাই প্রণীত হয়ে থাকে।

- প্রশাসনিক অধিক্ষেত্র (territory) বিবেচনা করে ডিএই-তে তিন ধরনের পরিকল্পনা প্রণীত হতে পারে: যেমন-
  - জাতীয় পর্যায়ে প্রণীত হতে পারে পারে- ম্যাক্রো পরিকল্পনা,
  - আঞ্চলিক বা জেলা পর্যায়ে প্রণীত হতে পারে- মেসো পরিকল্পনা
  - স্থানীয় পর্যায়ে হতে পারে- মাইক্রো পরিকল্পনা।

ডিএই সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডে মেসো ও মাইক্রো পরিকল্পনায় অধিক গুরুত্ব আরোপ করবে। কেননা-

- বাংলাদেশের সকল অঞ্চল বা জেলায় সকল ফসল সমান হয় না বলে ডিএই ক্রপ জোনিং এর ভিত্তিতে কৃষি উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করবে, সেহেতু এলাকার উপযোগিতা অনুসারে অধিক উৎপাদনের নিশ্চয়তা পেতে গ্রহণ করা হবে মেসো পরিকল্পনা
- উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণের প্রেক্ষাপটে ডিএই কৃষকদেরকে চাহিদাভিত্তিক সম্প্রসারণ সেবা প্রদানে বদ্ধপরিকর, সেহেতু কৃষকের দ্বারগোড়া 'ব্লক পর্যায়ে' প্রণীত হবে মাইক্রো পরিকল্পনা; ডিএই মাইক্রো পরিকল্পনা প্রণয়নেই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করবে।

৮.২ ডিএই এর সম্প্রসারণ পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা

উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্প্রসারণ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে ডিএই তার অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সর্বদা সচেষ্ট হবে। ডিএই এর সম্প্রসারণ পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নে উল্লেখ করা হল:

- ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি একটি চলমান ও পর্যায়ক্রমিক উন্নয়ন ধারা এ উন্নয়ন ধারায় সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ড সুষ্ঠু সম্পাদনের জন্য প্রাথমিক ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়ন
- উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের একটি বিশেষ দায়িত্ব, উৎপাদন পরিকল্পনায় বিগত বছরকে ভিত্তি বছর ধরে পরবর্তী বছরসমূহের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হবে এবং নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উদ্দেশ্যে সকল প্রকার সম্প্রসারণ কর্মসূচি প্রণীত হবে
- সম্প্রসারণ প্রযুক্তির চাহিদা এলাকা ও কৃষক ভেদে ভিন্নতর, লক্ষ্যীভূত কৃষকদেরকে নিরূপিত তথ্যচাহিদার ভিত্তিতে Bottom-up সম্প্রসারণ সেবা নিশ্চিতকরণের জন্য প্রয়োজন পরিকল্পনা প্রণয়ন
- সম্প্রসারণ পরিকল্পনা উদ্দেশ্যভিত্তিক কর্মকাণ্ড নির্ধারণ ও সম্পাদনের নিশ্চয়তা প্রদান করবে
- সম্প্রসারণ কার্যক্রম সময় পরিসীমা দ্বারা আবদ্ধ (Time bound), সম্প্রসারণ পরিকল্পনা নির্ধারিত সময় পরিসীমার মধ্যে প্রয়োজনীয় কর্ম সম্পাদনে ভূমিকা পালন করবে
- সম্প্রসারণ পরিকল্পনা প্রণয়নের ফলে ব্যয় সংকোচন নীতি অনুসরণ করা সহজ হবে
- নির্ধারিত সময় ও বাজেট-বরাদ্দ সীমার মধ্যে কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্ভব হবে
- বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের ভিত্তি পরিকল্পনা
- পরিকল্পনাধীন কর্মকাণ্ডের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সহজেই পরিমাপযোগ্য
- পরিকল্পনা কার্য সম্পাদনে ডিএই এর দক্ষতা বৃদ্ধি করবে এবং মানসম্পন্ন কার্য সম্পাদনে সহায়ক হবে।

৮.৩ সম্প্রসারণ পরিকল্পনা প্রণয়ন

ডিএই বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের ভিত্তিতে সম্প্রসারণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে। বার্ষিক সম্প্রসারণ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সকল কাজের সমন্বয় ও মনিটরিং এ পরিচালক, ক্রপস্ উইং বিশেষভাবে দায়িত্ববান হবেন। ডিএই এর বার্ষিক সম্প্রসারণ পরিকল্পনা প্রণয়নের বিবরণ নিম্নে দেয়া হল:

৮.৩.১ বার্ষিক সম্প্রসারণ কর্মসূচির পরিকল্পনা প্রণয়ন

সম্প্রসারণ কর্মসূচির পরিকল্পনা প্রণয়নের মূল ভিত্তি হচ্ছে লক্ষ্যীভূত কৃষক শ্রেণিসমূহের নিরূপিত তথ্যচাহিদা বা সমস্যা। তথ্যচাহিদা/সমস্যা নিরূপণের পরবর্তী কাজ তথ্যচাহিদা/সমস্যার সমন্বয়ে মাস্টার তালিকা প্রণয়ন। সমস্যার মাস্টার তালিকা প্রণয়নের বিবরণ নিম্নে দেয়া হল:

- লক্ষ্যীভূত কৃষকের শ্রেণিভিত্তিক সমস্যা নিরূপণ শিটগুলো পৃথক পৃথকভাবে সাজাতে হবে যেমন- ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক নারী কৃষক, বড় ও মাঝারি নারী কৃষক, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক পুরুষ কৃষক, বড় ও মাঝারি পুরুষ কৃষক
- সমস্যা জরিপ ফলাফল শিটে উল্লিখিত চারটি শ্রেণির জন্য চারটি পৃথক পৃথক মাস্টার তালিকা তৈরি হবে

- শ্রেণিভিত্তিক সমস্যা জরিপ ফলাফল শিটে প্রত্যেকটি সমস্যা লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং একই সমস্যা যতবার আসবে ততটি টালি চিহ্ন ব্যবহার করতে হবে
- সকল লক্ষ্যীভূত কৃষক শ্রেণির সমস্যা জরিপ ফলাফল শিটে টালি চিহ্নিতকরণের কাজ সমাপ্ত হলে প্রত্যেকটি শিটে প্রতিটি সমস্যার টালি চিহ্ন যোগ করতে হবে, এতে প্রতিটি সমস্যার ঘটন সংখ্যা বা গুরুত্ব সম্বন্ধে জানা যাবে
- এসএএও ডায়েরি থেকে নেয়া অতিরিক্ত সমস্যাগুলো মাস্টার তালিকায় যোগ করতে হবে
- প্রযুক্তি সম্প্রসারণ পরিবীক্ষণ প্রণালী (টেমস), ক্যাপ ও অন্য কোন সূত্র থেকে প্রাপ্ত সমস্যাগুলো মাস্টার তালিকায় বিবেচনায় আনতে হবে।

কৃষকের তথ্যচাহিদা/সমস্যার ভিত্তিতে সম্প্রসারণ কর্মসূচি পরিকল্পনার কর্মকাণ্ড নির্ধারণের রূপরেখা নিম্নে (চিত্র ৭) প্রদর্শন করা হল:

চিত্র ৭: কৃষকের তথ্যচাহিদার ভিত্তিতে সম্প্রসারণ কর্মসূচি পরিকল্পনার কর্মকাণ্ড নির্ধারণের রূপরেখা

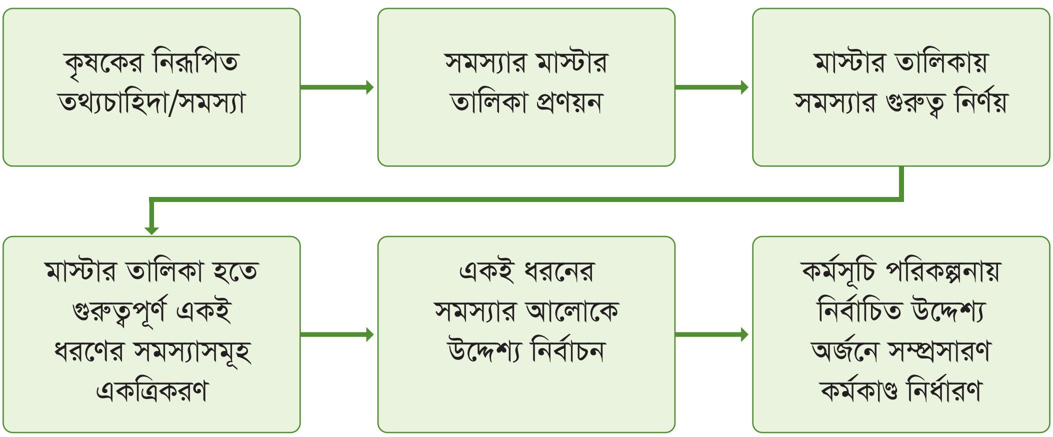

৮.৩.১.১ সম্প্রসারণ কর্মসূচির পরিকল্পনা প্রণয়নে বিবেচ্য বিষয়

- পরবর্তী আর্থিক বছরের জন্য বার্ষিক সম্প্রসারণ কর্মসূচি পরিকল্পনায় তিনটি মৌসুমের কর্মকাণ্ড অন্তর্ভুক্ত হবে, সেজন্য বার্ষিক পরিকল্পনার তিনটি অংশ থাকবে যথা: অংশ-১ খরিপ-২, অংশ-২ রবি, অংশ-৩ খরিপ-১
- বার্ষিক পরিকল্পনায় প্রধান প্রধান সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে, যেমন-ফলাফল প্রদর্শনী, পদ্ধতি প্রদর্শনী, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ, মাঠ দিবস, আনুষ্ঠানিক কৃষক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি
- পরিকল্পানায় কৃষকের চাহিদানুসারে গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বোচ্চ সংখ্যক উদ্দেশ্য অর্জনের কর্মকাণ্ড অন্তর্ভুক্ত হবে
- পরিকল্পনায় আনুপাতিকহারে প্রতি শ্রেণির কৃষক কর্মকাণ্ড যুক্ত হবে
- নারী কৃষক শ্রেণির কর্মকাণ্ড অন্তর্ভুক্ত থাকবে ন্যূনতম ৩০%
- ব্যয়সাশ্রয়ী দৃষ্টি ভঙ্গি বজায় রেখে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে
- পরিকল্পনায় বিনা মূল্যেও ও ফলো-আপ কর্মকাণ্ড অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

বার্ষিক সম্প্রসারণ কর্মসূচির পরিকল্পনা প্রণয়নে উদ্দেশ্য নির্বাচনের ছকপত্র পরিশিষ্ট ৪(ক) এবং বার্ষিক

সম্প্রসারণ কর্মসূচি পরিকল্পনা প্রণয়নের ছকপত্র পরিশিষ্ট ৪(খ) এ দেখানো হল।

বার্ষিক সম্প্রসারণ কর্মসূচি পরিকল্পনার প্রাথমিক ও মূল প্রণেতা উপজেলা পর্যায় এবং উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ও অতিরিক্ত কৃষি কর্মকর্তার নির্দেশনা ও পরামর্শক্রমে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা এ দায়িত্ব পালন করবেন। উপজেলার সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে কর্মরত অন্যান্য কর্মকর্তাগণ তাকে এ কাজে সার্বিক সহযোগিতা করবেন।

৮.৩.১.২ বৃহৎ সেচ প্রকল্প/ভূ-উপরিস্থ সেচ প্রকল্প এলাকার জন্য নিবিড় সম্প্রসারণ কর্মসূচি পরিকল্পনা প্রণয়ন

ফসল উৎপাদনে সেচের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশে কতকগুলো বৃহৎ সেচ প্রকল্প রয়েছে, যেমন- চাঁদপুর সেচ প্রকল্প, তিস্তা সেচ প্রকল্প, জিকে সেচ প্রকল্প। তাছাড়া রয়েছে রাবার ড্যাম সেচ প্রকল্প, বিএডিসি এর ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প ইত্যাদি। এ সব সেচ প্রকল্পে ভূ-উপরিস্থ সেচ উৎস হতে সেচ প্রদান করা হয়। এ সমস্ত বৃহৎ সেচ প্রকল্প/ভূ-উপরিস্থ সেচ প্রকল্প এলাকার জন্য নিবিড় সম্প্রসারণ কর্মসূচি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি করা হবে।

৮.৩.১.৩ দক্ষিণাঞ্চল/চরাঞ্চল/খরাপ্রবণ অঞ্চল/বরেন্দ্র অঞ্চল/হাওর অঞ্চল/পাহাড়ি অঞ্চলের জন্য উপযোগী সম্প্রসারণ কর্মসূচি পরিকল্পনা প্রণয়ন

দক্ষিণাঞ্চল/চরাঞ্চল/খরা প্রবণ অঞ্চল/বরেন্দ্র অঞ্চল/হাওর অঞ্চল/পাহাড়ি অঞ্চল- এ সব এলাকার ফসল উৎপাদন প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনা ভিন্নতর। এলাকা উপযোগী প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে এ সব অঞ্চলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বহুগুণে বৃদ্ধি করার সুযোগ রয়েছে। উপযোগিতার ভিত্তিতে এ সব অঞ্চলের জন্য পৃথক পৃথক সম্প্রসারণ কর্মসূচি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে।

এ সব এলাকা/অঞ্চলে পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করবেন সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট জেলার উপপরিচালক এবং প্রণীত পরিকল্পনা পরিচালক, ক্রপস্ উইং-এর মাধ্যমে সদর দপ্তরের কৃষি সম্প্রসারণ ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে বাস্তবায়িত হবে।

৮.৩.১.৪ বার্ষিক সম্প্রসারণ কর্মসূচি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও চূড়ান্তকরণের ধাপ/কাজের বিবরণ নিম্নরূপ

৮.৩.১.৪ বার্ষিক সম্প্রসারণ কর্মসূচি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও চূড়ান্তকরণের রোড-ম্যাপ

ক্র/নং	ধাপসমূহ	কাজের বিবরণ
১	কৃষকের তথ্যচাহিদা নিরূপণ	এসএএওগণ কৃষকের সমস্যা ও তথ্যচাহিদা সনাক্ত করার জন্য কৃষকদের সঙ্গে কাজ করবেন। সমস্যা ও তথ্যচাহিদা সনাক্তকরণে সমস্যা নিরূপণ (পিসি), জরিপ, পিআরএ, সভা ইত্যাদি পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে এবং এসএএও ডায়েরি ব্যবহার করা হবে। প্রত্যেক এসএএও কমপক্ষে ৪টি পিসি পরিচালনা করবেন-২টি ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের সঙ্গে (১টি পুরুষ কৃষক ও ১টি নারী কৃষক) এবং ২টি মাঝারি ও বড়

ক্র/নং	ধাপসমূহ	কাজের বিবরণ
		কৃষকের সঙ্গে (১টি পুরুষ কৃষক ও ১টি নারী কৃষক)। উপজেলা কর্মকর্তাগণ যথাযথ মনিটরিং করে কাজের যথার্থতা যাচাই করবেন।
২	উপজেলা পর্যায়ে পরিকল্পনা সংক্রান্ত তথ্য প্রক্রিয়াকরণ, বিন্যস্তকরণ এবং খসড়া পরিকল্পনা প্রণয়ন	উপজেলা পর্যায়ে লক্ষ্যীভূত কৃষক শ্রেণিভিত্তিক তথ্যচাহিদা বা সমস্যার শিটগুলো পৃথক করবে এবং সমস্যার গুরুত্ব নির্ধারণের জন্য তথ্যচাহিদার ঘটন সংখ্যাসহ মাস্টার তালিকা প্রণয়ন করবে, একই ধরণের সমস্যা শ্রেণিভুক্ত করে উদ্দেশ্য নির্বাচন করবে, উদ্দেশ্য অর্জনে সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ড বাছাই করবে এবং সম্প্রসারণ কর্মসূচি পরিকল্পনার খসড়া প্রস্তুত করবে। বাছাইকৃত সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডসমূহ বিভিন্ন ষ্টেক হোল্ডারের সঙ্গে যাচাই ও শেয়ার করবে, প্রয়োজনে সংশোধন করবে।
৩	উপজেলা কৃষি কারিগরি সমন্বয় কমিটি (ইউটিসি) এর সভায় অনুমোদন	ইউটিসি এর সভায় কৃষকের তথ্যচাহিদা ও সমস্যা নিরূপণের ফলাফল, মাস্টার তালিকা, নির্বাচিত উদ্দেশ্য, উদ্দেশ্য অর্জনে নির্ধারিত সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ড এবং অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণ কর্মসূচির পর্যালোচনা করা হবে। সম্প্রসারণ কর্মসূচি পরিকল্পনার খসড়া প্রয়োজনীয় সংশোধন সাপেক্ষে অনুমোদন লাভ করবে।
৪	জেলা কৃষি কারিগরি সমন্বয় কমিটি (ডিটিসি) এর সভায় অনুমোদন	উপজেলায় অনুমোদিত বার্ষিক সম্প্রসারণ কর্মসূচি পরিকল্পনার কারিগরী দিক যাচাই, পর্যালোচনা ও অনুমোদন করবে।
৫	আঞ্চলিক কৃষি কারিগরি সমন্বয় কমিটি (আরটিসি) এর সভায় অনুমোদন	জেলায় অনুমোদিত বার্ষিক সম্প্রসারণ কর্মসূচি পরিকল্পনার কারিগরী দিক যাচাই, পর্যালোচনা ও অনুমোদন করবে এবং ডিএই (সদর দপ্তর) এর পরিচালক, সরেজমিন উইং/পরিচালক, পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং ও নির্বাচিত সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ড সংশ্লিষ্ট প্রকল্প/কর্মসূচি পরিচালক এর নিকট প্রেরণ করবে।
৬	সদর দপ্তর, ডিএই কর্তৃক পর্যালোচনা ও অনুমোদন (ডিএই ব্যবস্থাপনা কমিটি)	মহাপরিচালক, ডিএই এর তত্ত্বাবধানে সকল উইং-এর পরিচালক, প্রকল্প/কর্মসূচি পরিচালক এবং সদর দপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে অঞ্চল থেকে প্রেরিত উপজেলার বার্ষিক সম্প্রসারণ কর্মসূচির পরিকল্পনাসমূহ পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণান্তে অনুমোদিত হবে।
৭	জাতীয় কৃষি কারিগরি সমন্বয় কমিটি (এনএটিসি) এর সভায় অবহিতকরণ	ডিএই এর সদর দপ্তরে অনুমোদিত পরিকল্পনাসমূহ কারিগরী দিক যাচাই ও বাস্তবায়নে সহযোগিতার জন্য এনএটিসি এর সভায় অবগত করানো হবে।

ক্র/নং	ধাপসমূহ	কাজের বিবরণ
৮	সম্পসারণ কর্মসূচি পরিকল্পনা পর্যালোচনা	বার্ষিক সম্প্রসারণ কর্মসূচির পরিকল্পনা ফসল মৌসুমের দীর্ঘদিন পূর্বে প্রণীত হয়ে থাকে। পরিকল্পনা মৌসুমে বাস্তবায়ন করতে গিয়ে অনেক সময় দেখা যায় যে কৃষকের চাহিদার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ এমন কোন সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডের নতুন ধারণা সৃষ্টি হয়েছে বা নতুন কোন প্রযুক্তির উদ্ভাবন ঘটেছে যা বার্ষিক সম্প্রসারণ কর্মসূচি পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই , কিন্তু এ কর্মকাণ্ডগুলো বাস্তবায়ন হওয়া জরুরি। এ ক্ষেত্রে ডিএই এর জেলা ও অঞ্চল এবং ডিটিসি ও আরটিসি এর অনুমোদনক্রমে প্রয়োজনীয় সংশোধনীর কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।
৯	প্রকল্প/কর্মসূচি পরিচালক	অনুমোদিত পরিকল্পনাভুক্ত কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে যথাসময়ে প্রকল্প/কর্মসূচি পরিচালক অর্থ ছাড় করবে।
		বিনা মূল্যেও এবং ফলো-আপ কর্মকাণ্ড মোটিভেশনের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হবে।

*** সর্বক্ষেত্রে অংশীদারিত্বমূলক সংস্থাসমূহের অংশ গ্রহণ নিশ্চিত হবে।

৮.৩.২ সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বার্ষিক উৎপাদন পরিকল্পনা

ক্র নং	কাজের ধাপ	দায়িত্ব	পরিকল্পনা প্রণয়ন ও চূড়ান্তকরণের সময়কাল
১	কৃষকের তথ্যচাহিদা নিরূপণ	এসএএও	বর্ষ ব্যাপী এপ্রিল-জুন (পিক)
২	উপজেলা পর্যায়ে তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন	ইউএও	১৭ জুলাই- ৭ আগস্ট
৩	উপজেল কৃষি কারিগরী কমিটির সভা	ইউএও	১০ আগস্ট
৪	উপজেলায় প্রণীত পরিকল্পনা জেলায় যাচাই	ডিডি	১৬ আগষ্ট-২৮ আগস্ট
৫	জেলা কৃষি কারিগরী কমিটির সভা	ডিডি	৩০ আগস্ট
৬	আঞ্চলিক পর্যায়ে পরিকল্পনা যাচাই	এডি	২ সেপ্টেম্বর-১২ সেপ্টেম্বর
৭	আঞ্চলিক কারিগরী কমিটির সভা	এডি	১৫ সেপ্টেম্বর
৮	পরিকল্পনা সদর দপ্তরে পর্যালোচনা ও অনুমোদন	পরিচালক, ক্রপস্ উইং	২০ সেপ্টেম্বর- ২৮ সেপ্টেম্বর
৯	জাতীয় কারিগরী কমিটিতে উপস্থাপন	ডিজি	৩০ সেপ্টেম্বর
১০	অনুমোদিত ও চূড়ান্ত পরিকল্পনা সদর দপ্তর হতে উপজেলা পর্যন্ত প্রেরণ	পরিচালক, ক্রপস্ উইং	১৫ ডিসেম্বর
১১	কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য অর্থ ছাড়করণ	প্রকল্প পরিচালক, সংশ্লিষ্ট প্রকল্প	রবি- ১৫ সেপ্টেম্বর খরিপ ১- ২৮ ফেব্রুয়ারি খরিপ ২- ৩০ মে

ব্লক, উপজেলা, জেলা, অঞ্চল ও জাতীয় পর্যায় থেকে বার্ষিক উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ শুরু করা হবে। পরিকল্পনার ছক ডিএই এর ক্রপস্ উইং হতে সরবরাহ করা হবে। উৎপাদন পরিকল্পনায় যা অন্তর্ভুক্ত থাকবে:

- মৌসুমে ব্যবহার্য ফসলভিত্তিক উৎপাদনশীল ও কার্যকর সম্প্রসারণ প্রযুক্তির তালিকা
- মৌসুমভিত্তিক সকল প্রকার মাঠ ফসল, অর্থকরী ফসল, উদ্যান ফসলসহ বসত বাড়ির আঙ্গিনায় আবাদযোগ্য সকল ফসলের আবাদ ও উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা (বিগত বছরের আলোকে)
- লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের কলা-কৌশল ও উৎপাদন ব্যবস্থাপনা
- ফসল চাষ পঞ্জিকা
- উপকরণ চাহিদা, যোগান ও ব্যবস্থাপনা
- সেচযন্ত্র ব্যবহার পরিস্থিতি ও সেচাধীন আবাদী এলাকা
- ভূ-গর্ভস্থ সেচ পানির পরিমিত ব্যবহার, ভূ-উপরিস্থ সেচ পানি ব্যবহারে গুরুত্বারোপ, দক্ষ সেচ ব্যবস্থাপনা, সম্পূরক সেচ ব্যবস্থাপনা
- নতুন ও সম্ভাবনাময় ফসল যেমন- ফুল, উচ্চ মূল্য ফসল ইত্যাদির চাষ সম্প্রসারণ পরিকল্পনা ও কর্ম কৌশল
- শস্য বহুমুখীকরণের কর্মকৌশল
- শহরাঞ্চলে ছাদে বাগান স্থাপনের পরিকল্পনা
- পশ্চাৎপদ, প্রতিকূল পরিবেশ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণ এলাকা/অঞ্চলে বিশেষায়িত ফসল চাষ ও পরিবেশ উপযোগী ব্যবস্থাপনা
- ফসল এবং এলাকা/অঞ্চল উপযোগী উৎপাদন কৌশল
- মনিটরিং ব্যবস্থা ইত্যাদি।

৮.৩.২.১ বার্ষিক উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপ

বার্ষিক উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রথম ধাপের কার্যক্রম ব্লক থেকে আরম্ভ হবে। প্রথম ধাপে এসএএওগণকে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে তা নিম্নরূপ:

- এসএএও-গণ ব্লকের বিগত ৪/৫ বছরের সামগ্রিক তথ্যাদি সম্বন্ধে অবগত হবেন এবং প্রতিনিধিত্বশীল কৃষকদের সঙ্গে মতবিনিময় ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তাদের পরবর্তী বছরের চাহিদা ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ধারণা নিবেন
- এসএএওগণ বিগত বছরের তথ্য, চলতি বছরের সার্বিক পরিস্থিতি এবং পরবর্তী বছরের চাহিদা ও উদ্দেশ্য সমন্বয় করে আগামী বছরের জন্য সম্ভাব্য উৎপাদন পরিকল্পনার খসড়া প্রণয়ন করবেন
- প্রণীত খসড়া পরিকল্পনার বিষয়াদি ব্লকের কৃষি সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে শেয়ার করবেন এবং প্রয়োজনীয় পরিবর্তন বা সংশোধনের মাধ্যমে চূড়ান্ত করবেন
- অতঃপর প্রণীত উৎপাদন পরিকল্পনা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার দপ্তরে দাখিল করবেন।

উপজেলার অধিনস্থ ব্লকসমূহের পরিকল্পনা যাচাই, প্রয়োজনীয় সংশোধন ও একত্রিকরণের মাধ্যমে উপজেলা

পরিকল্পনা, অনুরূপভাবে উপজেলাসমূহের পরিকল্পনা যাচাই, সংশোধন ও একত্রিকরণের মাধ্যমে জেলার পরিকল্পনা, জেলাসমূহের পরিকল্পনা যাচাই, সংশোধন ও একত্রিকরণের মাধ্যমে অঞ্চলের পরিকল্পনা ও অঞ্চলসমূহের পরিকল্পনা যাচাই, সংশোধন ও একত্রিকরণের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে।

আন্তঃবিভাগীয় সভায় আলোচনা-পর্যালোচনান্তে জাতীয় পর্যায়ের উৎপাদন পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হবে এবং তদানুযায়ী অঞ্চল, জেলা, উপজেলা ও ব্লক পর্যায়ের পরিকল্পনা সংশোধন সাপেক্ষে অনুমোদন লাভ করবে।

উল্লেখ্য, উপজেলা/জেলা/অঞ্চল/জাতীয় পর্যায়ের কৃষি কারিগরী সমন্বয় কমিটির সভায় বার্ষিক উৎপাদন পরিকল্পনার খসড়া উপস্থাপিত হবে, সেহেতু কারিগরী সমন্বয় কমিটির অনুষ্ঠিতব্য সভার তারিখের সঙ্গে সমন্বয় করে উপজেলা/জেলা/অঞ্চল/জাতীয় পর্যায়ের পরিকল্পনা প্রণয়ণের কাজ সমাপ্ত করতে হবে।

৮.৩.২.২ ডিএই এর বার্ষিক উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও চূড়ান্তকরণের রোড-ম্যাপ

দপ্তরের নাম	পরিকল্পনা প্রণয়নের সময়কাল (প্রতি বছর)	পরিকল্পনা দাখিল (প্রতি বছর)	কারিগরী সমন্বয় কমিটির সভার সময়কাল		
			রবি	খরিপ ১	খরিপ ২
ব্লক পর্যায়	১ জুলাই - ১৫ জুলাই	উপজেলা অফিস, ১৬ জুলাই	-	-	-
উপজেলা পর্যায়	১৭ জুলাই - ৭ আগস্ট	জেলা অফিস, ১৫ আগস্ট	১০ আগস্ট	১৫ জানুয়ারি	১৫ মে
জেলা পর্যায়	১৬ আগষ্ট - ২৮ আগস্ট	অঞ্চল অফিস, ২ সেপ্টেম্বর	৩০ আগস্ট	৩০ জানুয়ারি	৩০ মে
অঞ্চল পর্যায়	২ সেপ্টেম্বর - ১২ সেপ্টেম্বর	ক্রপস্ উইং, ২০ সেপ্টেম্বর	১৫ সেপ্টেম্বর	১৫ ফেব্রুয়ারি	১৫ জুন
ডিএই ব্যবস্থাপনা কমিটি	পর্যালোচনা ও অনুমোদন- ২৮ সেপ্টেম্বর		-	-	-
জাতীয় পর্যায়ে NATCC তে আলোচনা	৩০ সেপ্টেম্বর		৩০ সেপ্টেম্বর	১ মার্চ	২৫ জুন
ক্রপস্ উইং	৩০ নভেম্বর এর মধ্যে অঞ্চল/জেলা/উপজেলা পর্যায়ে চূড়ান্ত ও অনুমোদিত পরিকল্পনা অবহিতকরণ।				

৮.৪ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) পরিকল্পনা

সরকারি দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, সচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদারকরণ, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির

ভিত্তিতে উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। দপ্তর/সংস্থাসমূহের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সংক্রান্ত নীতিমালা ২০১৬-১৭ পরিশিষ্ট ৫(ক), মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের বার্ষিক চুক্তি সংক্রান্ত নীতিমালা ২০১৬-১৭ পরিশিষ্ট ৫(খ) এবং বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ফরম ২০১৫-১৬ পরিশিষ্ট ৫(গ) এ দেয়া হয়েছে।

ডিএই এর ব্লক, উপজেলা, জেলা, অঞ্চল এবং জাতীয় পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ সংশ্লিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ করে পরবর্তী আর্থিক বছরের জন্য যথাযথ ফরমে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে।

এপিএ দর্শন মোতাবেক বিভাগীয় কার্য সম্পাদন করা হবে এবং ডিএই এর উইং প্রধানগণ স্ব স্ব পরিবৃত্তে এপিএ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য দায়িত্ব পরায়ণ হবেন।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি পরিকল্পনা প্রণয়নে এ অধ্যায়ের ৮.৩.২.১ অনুচ্ছেদে বর্ণিত বার্ষিক উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপ অনুসরণ করা হবে।

প্রণীত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি পরিকল্পনা উপজেলা/জেলা/অঞ্চল/জাতীয় পর্যায়ের কৃষি কারিগরী সমন্বয় কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হবে, সেহেতু কারিগরী সমন্বয় কমিটির অনুষ্ঠিতব্য সভার তারিখের সঙ্গে সমন্বয় করে পরিকল্পনা প্রণয়ণের কাজ সমাপ্ত করা হবে।

৮.৪.১ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও চূড়ান্তকরণের রোড-ম্যাপ

দপ্তরের নাম	পরিকল্পনা প্রণয়নের সময়কাল (প্রতি বছর)	পরিকল্পনা দাখিল (প্রতি বছর)	কারিগরী সমন্বয় কমিটির সভা (খরিপ ১)
ব্লক পর্যায়	১ ডিসেম্বর- ৩০ ডিসেম্বর	উপজেলা অফিস, ১ জানুয়ারি	-
উপজেলা পর্যায়	১ জানুয়ারি - ১০ জানুয়ারি	জেলা অফিস, ১২ জানুয়ারি	১৫ জানুয়ারি
জেলা পর্যায়	১৬ জানুয়ারি- ২৮ জানুয়ারি	অঞ্চল অফিস, ২ ফেব্রুয়ারি	৩০ জানুয়ারি
অঞ্চল পর্যায়	২ ফেব্রুয়ারি - ১২ ফেব্রুয়ারি	ক্রপস্ উইং, ২০ ফেব্রুয়ারি	১৫ ফেব্রুয়ারি
ডিএই ব্যবস্থাপনা কমিটি	পর্যালোচনা ও অনুমোদন- ২৮ ফেব্রুয়ারি		
জাতীয় পর্যায়ে NATCC তে আলোচনা	১ মার্চ		১ মার্চ
ক্রপস্ উইং	-	৩০ মার্চ এর মধ্যে অঞ্চল/জেলা/উপজেলা পর্যায়ে চূড়ান্ত ও অনুমোদিত পরিকল্পনা অবহিতকরণ।	

৮.৫ সম্প্রসারণ কার্যক্রমে নিয়োজিত মানব সম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনা

ডিএই এর বৃহৎ জনগোষ্ঠি সম্প্রসারণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সেবা প্রদান করেন। কার্যকর, দক্ষ ও ফলপ্রসূ সেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজন সম্প্রসারণ কাজে নিয়োজিত এ বৃহৎ জনগোষ্ঠি বা সম্প্রসারণ কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়ন। ডিএই এর প্রশিক্ষণ উইং কর্মরত সম্প্রসারণ কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে।

৮.৬ উপকরণ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

সম্প্রসারণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সফলকামিতার জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন চাহিদামাফিক উপকরণ সরবরাহ। ডিএই এর সংশ্লিষ্ট উইং বীজ, সার ইত্যাদি উপকরণ ব্যবস্থাপনার বাৎসরিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে এবং উপকরণ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে অবগত করবে। উপকরণ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান সে অনুযায়ী উপকরণ সরবরাহের জন্য প্রস্তুতি নিবে ও সরবরাহ নিশ্চিত করবে। ডিএই প্রতি বছরই সার ব্যবস্থাপনার বাৎসরিক পবিকল্পনা প্রণয়ন করে থাকে। এ পরিকল্পনা এসএএও কর্তৃক ব্লকের প্রতি কৃষকের ফসল ও মৌসুমভিত্তিক সারের চাহিদা নিরূপণের ভিত্তিতে প্রণীত হয়ে থাকে। পরিকল্পনায় প্রতি উপজেলায় সারের মাসভিত্তিক চাহিদা/বরাদ্দের বিভাজন দেয়া থাকে। বরাদ্দ বিভাজন অনুযায়ী মাসভিত্তিক সার সরবরাহ হয়ে থাকে, এতে ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া সহজ হয় ও কোন সংকটের মুখোমুখি হতে হয় না। ডিএই প্রতিটি উপকরণের জন্যই অনুরূপ পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে।

৮.৭ সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়ন

সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ড কৃষকদের মাঝে দ্রুত ও কার্যকরভাবে পৌঁছানোর জন্য ডিএই-তে প্রকল্প কার্যক্রম গৃহিত হয়ে থাকে। ডিএই এর পরিচালক; পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং প্রকল্প প্রস্তুত ও চূড়ান্তকরণের দায়িত্ব পালন করেন। কৃষকদের চাহিদাভিত্তিক সম্প্রসারণ সেবা নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে পরিচালক; পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং কৃষকের নিরূপিত তথ্যচাহিদার ভিত্তিতে ডিএই এর সকল প্রকল্প প্রণয়ন করবেন। প্রকল্প প্রণয়নে লক্ষ্য রাখতে হবে যে সকল প্রকল্পের সম্প্রসারণ কর্মধারা (Extension approach) যেন একই হয় এবং একই কর্মধারা হিসেবে 'সংশোধিত সম্প্রসারণ কর্মধারা'র (Revised Extension Approach) যাতে পূর্ণাঙ্গ প্রয়োগ ঘটে, কেননা বিভিন্ন প্রকল্পের নানামুখী কর্মধারার কারণে কৃষকগণ বিভ্রান্ত হতে পারেন এবং সম্প্রসারণের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় সম্প্রসারণ গতিশীলতা বিঘ্নিত হতে পারে।

৮.৮ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (Risk Management Planning)

প্রায় সকল কাজেই কম-বেশি ঝুঁকি থাকে এবং ঝুঁকি সকল সময়ই অকস্মাৎ দেখা দেয়। তাই পরিকল্পনা যে কোন ধরনেরই হউক না কেন তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আচমকা ঝুঁকি দেখা দিতেই পারে। ডিএই এর যে কোন প্রকল্প পরিকল্পনায় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কার্যক্রমও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। স্থান ও অবস্থা ভেদে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

নানা ধরনের হতে পারে। বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে নিম্নে দু'ধরণের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার উদাহরণ দেয়া হল:

১. ঝুঁকি পরিহার (Risk avoid): যেমন- উচ্চ ফলনশীল ধান চাষ সম্প্রসারণ প্রযুক্তি প্রয়োগে আগাম বন্যা প্রবণ এলাকায় দীর্ঘ মেয়াদি ধানের জাত (ব্রিধান ২৯) এর বদলে স্বল্প মেয়াদি ধানের জাত (ব্রিধান ২৮) চাষাবাদের মাধ্যমে আগাম বন্যার ঝুঁকি পরিহার করা যায়।

২. ঝুঁকি প্রশমন (Risk mitigate): যেমন- বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ দিয়ে ঝুঁকি প্রশমনের মাধ্যমে আগাম বন্যা প্রবণ এলাকায় দীর্ঘ মেয়াদি ধানের জাত ব্রিধান ২৯ চাষাবাদে কোন সমস্যা নাই।